# প্রথম খণ্ড

## সার্বভৌম ঈশ্বর

১ম পাঠ

# ঈশ্বরঃ তাঁর স্বভাব এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি

"তুমি কি অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে পার ? সর্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব পাইতে পার ?" এই সুপ্রাচীন প্রশ্নটির উত্তরে আমরা বলতে পারি ঃ "না !" আমরা ঈশ্বরকে জানবার বা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে গিয়ে যে বড় সমস্যাটির সম্মুখীন হই তা হোল সীমাবদ্ধ মানুষ অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না।

ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে যা প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া ঈশ্বরের **সত্তা** জানবার অন্য কোন পথ আমাদের জন্য খোলা নেই। তিনি তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করলে তবেই আমরা তাঁর ঐশ্বরিক সত্তা সম্বন্ধে **কিছুটা** জ্ঞান লাভ করতে পারি। এইরূপে, তিনি নিজের সম্বন্ধে যা প্রকাশ করেছেন তা নির্ভুল হলেও **আংশিক** প্রকাশ মাত্র।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেও আমরা তাঁকে জানতে পারি। আমরা তাঁর স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করবার দ্বারা তাঁর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কারণ এইগুলি তাঁর সত্তার বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। ঈশ্বরের স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে হলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা অধ্যয়নের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। প্রকৃতি জগতের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ দেখে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করলেও তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে হবে।

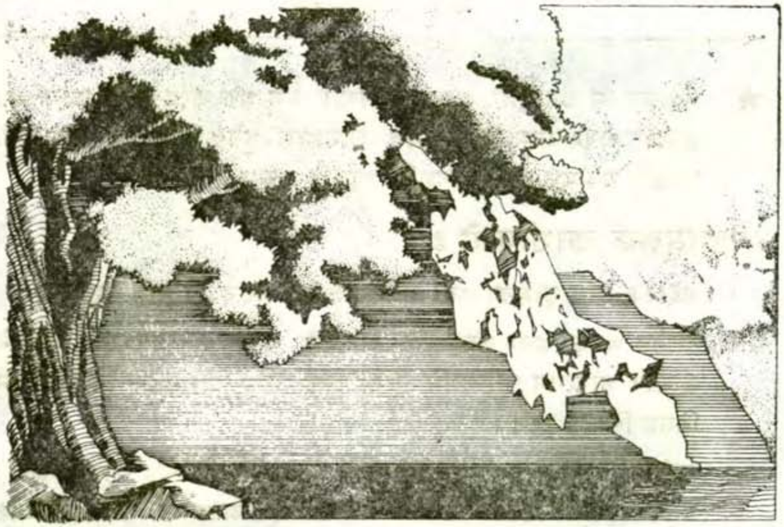

আমাদের সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আপনি হয়ত আরও পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, আপনার জন্য তাঁর চিন্তা ও যত্ন হেতুই তিনি যুগ যুগ ধরে ক্রমাগত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে যখন শেষকালে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন ( ইব্রীয় ১ ঃ ২ )।

## পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের স্বভাব।

ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি।

## পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলির সংজ্ঞা দিতে ও সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে, জ্ঞান কিভাবে ঈশ্বরের উপরে কোন ব্যক্তির বিশেষ বৃদ্ধি করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের যে গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহের ফলে তিনি আমাদের জানতে এবং আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হন, সেগুলি যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

## শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই কোর্সের ভূমিকা এবং লক্ষ্যগুলি যত্ন সহকারে পাঠ করুন।

২। পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি অধ্যয়ন করুন। এ থেকে আপনি জানতে পারবেন পাঠখানি অধ্যয়নের সময় আপনাকে কোন্ কোন্ বিষয় শিখতে হবে।

৩। পাঠখানি পড়ুন এবং পাঠের মধ্যে প্রদত্ত অনুশীলনীর কাজ করুন। পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর মালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। পাঠের মধ্যে প্রদত্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বের করে পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। এই পাঠে এমন অনেক পদ্ধতি আছে যেগুলি আপনার কাছে হয়ত নতুন। **মূল-শব্দাবলী** শিরোণামার আওতায় এদের কতগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। কোন মূল শব্দের অর্থ না জানা থাকলে এই বইয়ের শেষভাগে পরিভাষা থেকে সেগুলির অর্থ জেনে নিন। অবশ্য এই পাঠের মধ্যেই আপনি কোন কোন শব্দের অর্থ পাবেন।

৫। এই পাঠ শেষ করে পরীক্ষা দিন এবং বইয়ের শেষভাগে দেওয়া উত্তর মালার সাথে আপনার লেখা উত্তরগুলি যত্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। কোন উত্তর ভুল হলে সে বিষয়ে আবার পড়ুন।

## মূল-শব্দাবলী ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | সত্ব | সমপর্যায়ের | অমরত্ব |
| জৈবতন্ত্র | অশরীরী | যৌগিক | অভিন্ন |
| সত্তা | অদ্বিতীয়ত্ব | স্বয়ম্ভর | রহস্য |
| নৈর্ব্যক্তিক | অবিভাজ্যতা | অনাদি | ধর্মতত্ত্ববিদ |

## পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

## ঈশ্বরের স্বভাব ঃ

রক্তের গঠন অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে তা বিভিন্ন বস্তু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত, জীবন রক্ষার কাজে যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি শক্তিশালী যন্ত্রের (হৃদপিণ্ড) সাহায্যে জালের ন্যায় বিস্তৃত নালিকা গুচ্ছের মাধ্যমে এই জটিল তরল পদার্থ সারা দিন সারা রাত ধরে সমস্ত দেহে সরবরাহ করা হয়। হৃদপিণ্ড প্রতিবার স্পন্দনের পরেই বিশ্রাম নেয়। রক্ত হচ্ছে দেহের জীবন প্রবাহ, যা দেহের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন ও খাদ্য বয়ে নিয়ে যায়। তা দেহে কোন জীবানু প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দূষিত আবর্জনা থেকে মুক্ত হতে দেহকে সাহায্য করে। এই কাজগুলি সম্পাদনের জন্য হৃদপিণ্ড ছাড়াও ফুসফুস, বৃক্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

এটি হোল জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বহু সু-সংগঠিত জৈবতন্ত্রের একটি মাত্র উদাহরণ। বাস্তবিকই এই কাজ সম্পাদনের জন্য এমন এক সত্তার প্রয়োজন যিনি মহাশক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। এই সত্তা সম্পর্কে আমরা কি জানি? আসুন আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা জানি তাদের কয়েকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

## ঈশ্বর একজন ব্যক্তি সত্তা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ <u>এমন একটি উক্তি মনোনীত করতে পারা যা ঈশ্বরের মধ্যে দৃষ্ট ব্যক্তিত্বের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারা।</u>

একজন ব্যক্তির অপরিহার্য অংশগুলি কি কি এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? হাত? কণ্ঠস্বর? চোখ? কোন ব্যক্তি যদি এদের কোন একটি জিনিষ হারায় তবুও সে একজন ব্যক্তিই থাকে। আমরা সকলেই সম্ভবতঃ এ বিষয়ে একমত হব যে **ব্যক্তি** একটি **দেহ** থেকে ভিন্ন বিষয়। একজন ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি চিন্তা করবার, অনুভব

করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বরের কোন দেহ নেই, কিন্তু তিনি বাস্তবিকই বুদ্ধি মত্তার অধিকারী, তাঁর চিন্তা করবার, অনুভব করবার এবং যুক্তি-বিচারের ক্ষমতা আছে। বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি লোকদের সঙ্গে **যোগাযোগ** করেন (গীতসংহিতা ২৫ : ১৪), এবং তারা তাঁর প্রতি কিরূপ সাড়া দেয় তার দ্বারা **প্রভাবিত হন** (দুঃখিত বা আনন্দিত হন) (যিশাইয় ১ : ১৪)। তিনি চিন্তা করেন (যিশাইয় ৫৫ : ৮) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (আদি ২ : ১৮)। এগুলির সবই একজন ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ঈশ্বর একজন ব্যক্তি সত্তা।

মানুষকে যেহেতু ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই মানুষের ব্যক্তিত্ব আলোচনা করে আমরা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারি। অবশ্য এই পথের কিছুটা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আমরা অবশ্যই মানুষের ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করব না। কারণ ব্যক্তিত্বের আদি এবং মূল আদর্শ বা মডেল হচ্ছেন ঈশ্বর, মানুষ নয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব আসলে সেই মূল ব্যক্তিত্বেরই অনুকরণে গড়া। মানুষের ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের সাথে অভিন্ন নয়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে সামান্য মিল রয়েছে মাত্র। এইরূপে, মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যা ত্রুটিপূর্ণ, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে তা নিখুঁত ভাবে বর্তমান।

আপনার পরিচিত এমন কোন লোক যদি থাকে যিনি কখনও আপনাকে তার অনুভূতি জানতে দেন নি, আপনাকে তার চিন্তা-ধারার কথা কখনও বলেন নি এবং আপনার ব্যাপারে কোন প্রকার আগ্রহ দেখান নি, তার সম্বন্ধে আপনি বলতে পারেন যে, তিনি **ব্যক্তিত্ববিহীন** বা **নৈর্ব্যক্তিক**। এর অর্থ তিনি আপনার কাছে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করেন না। কিন্তু ঈশ্বর এরূপ নন। তিনি আপনার সম্বন্ধে আগ্রহী। লোকদের সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি আছে এবং তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদুপরি তিনি তাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অনেকের বিশ্বাস, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বময় সত্তা, বা ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন এবং পূর্ব-পুরুষদের কিম্বা জগতের আত্মাগণ লোকদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে অংশ নেয়। এটি অবশ্য একটি ভুল ধারণা। ঈশ্বর মানুষের ব্যাপারে চিন্তা করেন, তিনি আমাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।

১। আপনার সমাজের লোকেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষন করেন? ..................................................................

..................................................................................

২। ঈশ্বর যদি একজন ব্যক্তি হন, তাহলে আপনার মতে আপনি কিভাবে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতে পারেন? এই উত্তরটি আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৩। (নির্ভুল উত্তরটি মনোনীত করুন।) ঈশ্বরের যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে সেগুলি হোল তাঁর—

ক) শারীরিক, সামাজিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্য সমূহ।
খ) চিন্তা করবার, অনুভব করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।
গ) কাছে যাবার, তাঁকে দেখবার ও বুঝবার ক্ষমতা।

## ঈশ্বর আত্মা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে উক্তিগুলি ঈশ্বরের আত্মিক স্বভাবের সঠিক ব্যাখ্যা দান করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

ঈশ্বর কি রকম, আপনি যখন চোখ বুজে তা কল্পনার চেষ্টা করেন তখন আপনি কি চিন্তা করেন? আপনার মনে যদি কোন ধরনের মূর্তি বা আকৃতি জাগ্রত হয় তাহলে আপনার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় শিক্ষানুরূপ নয়। ঈশ্বর **আত্মা** বলে তাঁর কোনরূপ আকার-আকৃতি নেই (যোহন ৪ ঃ ২৪), আর আত্মা অদৃশ্য। যোহন ১ ঃ ১৮ পদে আছে, 'ঈশ্বরকে কেউ কখনও চোখে দেখেনি।"

**ঈশ্বর আত্মা!** এখানে একটি কথার মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনাকারী একটি উক্তি লাভ করি। কিন্তু এই উক্তিটি বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই **আত্মা** বলতে কি বুঝায় তা বিবেচনা করতে হবে। **আত্মার** সাথে কি কি বিষয় জড়িত? এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। আমরা আগে যেমন বলেছি, বাইবেলে আমরা ঈশ্বরের স্বভাবের আংশিক প্রকাশ পাই মাত্র। তাঁর আত্মিক স্বভাব বর্ণনার জন্য আমরা এমন বিশেষণ ব্যবহার করতে পারি যেগুলি হয়ত আপনার কাছে নতুন। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই বিশেষণ গুলির অর্থ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

১। শাস্ত্র অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর এমন এক অসাধারণ, বাস্তব সত্তার অধিকারী যা এই জগত থেকে ভিন্ন (ইফিষীয় ৪ঃ৬; কলসীয় ১ঃ১৫-১৭)। **অসাধারণ** হওয়া (বা অদ্বিতীয় হওয়া) মানে এক ও একমাত্র হওয়া। বাস্তব হওয়া মানে **সত্ত্ব-সম্পন্ন হওয়া,** বা **এক অপরিহার্য স্বভাব থাকা,** এক **অপরিহার্য মূল উপাদান থাকা।** ঈশ্বরের সম্বন্ধে **সত্ত্ব** এবং **মূল উপাদান** এই বিশেষণ দু'টি খুবই মিলযুক্ত। তারা তাঁর স্বভাব গঠনকারী সমুদয় গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি ইংগিত করে, আর এগুলিই হচ্ছে তাঁর সমুদয় বাহ্যিক প্রকাশের ভিত্তি স্বরূপ।

২। এই বাস্তব সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর **অদৃশ্য, বস্তু-উপাদান বিহীন,** বা **অশরীরী,** তাঁর **কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই।** আমরা আগে বলেছি ঈশ্বর সত্ত্ব-সম্পন্ন, কিন্তু তাঁর এই সত্ত্ব বস্তু-উপাদান বিহীন, তিনি আমাদের মত শরীরী নন। ঈশ্বর হচ্ছেন **আত্মিক** সত্ত্ব বিশিষ্ট। যীশু বলেছেন, "কারণ আমায় যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই" (লূক ২৪ঃ৩৯)। ঈশ্বর-যেহেতু শব্দটির বিশুদ্ধতম অর্থে একজন আত্মা, তাই একজন মানব সত্তার কথা চিন্তা করলে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মনে জাগে সেগুলি ঈশ্বরের মধ্যে অবর্তমান। বস্তু-উপাদানের কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে নেই। প্রেরিত পৌল তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন

"যুগ পর্যায়ের রাজা, অক্ষয়, অদৃশ্য" ( ১ তীমথিয় ১ ঃ ১৭ ) এবং "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তি নিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না" ( ১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৫-১৬ )।

ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই আত্মা এবং অদৃশ্য হন, তাহলে যাত্রা ৩৩ ঃ ১৯-২৩ পদে যেখানে বলা হয়েছে যে মোশি ঈশ্বরকে **দেখেছিলেন** এই ধরনের উদাহরণগুলি আমরা কিরূপে উপলব্ধি করি? এটা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর যে অদৃশ্য এবং বস্তু-উপাদান বিহীন এই সত্যের বিরোধী নয়। এই ধরণের কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ঈশ্বরের মহিমার প্রতিফলন দেখেছিল মাত্র, তারা তাঁর সত্ত্ব বা মূল উপাদান দেখেনি। অন্য কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায় যে, আত্মা দৃশ্যমানরূপে প্রকাশিত হতে পারেন। ঈশ্বর শারীরিক আকার ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। জলে বাপ্তাইজ হওয়ার সময় যখন একটি কবুতরের আকারে যীশুর উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন তখন এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল ( যোহন ১ ঃ ৩২-৩৪ )। এই দৃশ্যমান চিহ্ন দেখে যোহন বাপ্তাইজক এই বিশ্বাসে চালিত হয়েছিলেন যে যীশু বাস্তবিকই ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বরের অদৃশ্য আত্মা একটি কবুতরের আকারে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, যেন যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন, যোহন সেই মহাত্মার ( যীশু ) পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। যাত্রা ৩৩ অধ্যায় থেকে প্রদত্ত উদাহরণেও ঈশ্বর প্রদত্ত নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে মোশির পক্ষে একটি ঐশ্বরিক নিশ্চয়তার প্রয়োজন হয়েছিল। আর তাই ঈশ্বর তাকে একটি শারীরিক চিহ্ন দিয়েছিলেন।

আপনি হয়ত ভাবছেন, "ঈশ্বর যদি বস্তু উপাদান বিহীন হন, তাহলে বাইবেলে কেন ঈশ্বরের হাত, পা, নাক, কান, মুখ ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? বাইবেলে এমন অনেক অংশ রয়েছে কেন, যেগুলিতে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের মত কোন কাজ করবার কথা বলা হয়েছে?" উদাহরণ স্বরূপ, গীতসংহিতা ৯৮ অধ্যায়ে ঈশ্বরের "দক্ষিণ হস্ত ও তাঁহার পবিত্র বাহুর" কথা বলা হয়েছে

( ১ পদ ); গীতসংহিতা ৯৯ ঃ ৫ পদে ঈশ্বরের "পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত" করবার কথা এবং গীতসংহিতা ৯১ অধ্যায়ে তাঁর "পালখ" ও "পাখ্নার" কথা ( ৪ পদ ) বলা হয়েছে।

ঈশ্বরের সত্ত্ব উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন বলে আমাদের পরিচিত কোন কোন বস্তু ব্যবহার করে তাদের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করতে তিনি শাস্ত্র লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই পথে আমরা যা **পরিচিত,** তার মাধ্যমে **অপরিচিতের** বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান লাভ করি। এই ধরণের চিত্র ধর্মী-ভাষা ব্যবহার করা হলে তাকে **আলংকারিক** ভাষা বলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ধারণাটিকে **আক্ষরিক** ভাবে বা **প্রকৃত বিষয়** হিসেবে ধরা হয় না, কিন্তু কোন একটি বিশেষ ধারণার জন্য ব্যবহৃত প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। নীচের অনুশীলনীগুলিতে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

৪। গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ১৫ পদ পড়ুন এবং নীচের যেটি এই শাস্ত্রাংশের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে সেটিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের চোখ, কান ও মুখ আছে এইরূপ প্রকাশ, যা এই ইংগিত করে যে, তিনি আক্ষরিক ভাবে দেখেন ও শোনেন এবং দৃশ্যমান আকার গ্রহণ করে লোকদের সাথে আচার-ব্যবহার করেন।

খ) ঈশ্বর নির্দোষ লোকদের প্রয়োজনগুলি জানেন এবং সেগুলির বিষয়ে যত্ন নেন, তিনি পাপাচারী লোকদের পাপ জানেন এবং সেগুলি গণ্য করেন। এই বিষয়টি আলংকারিক পথে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫। ( সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি নির্বাচন করুন। ) পবিত্র শাস্ত্রে আমরা যখন পাঠ করি যে ঈশ্বর আত্মা যখন আমরা বুঝি যে,—

ক) তাঁর কোন রক্ত-মাংসের দেহ নাই।

খ) ঈশ্বরের দেহ নাই, কিন্তু শারীরিক আকার ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

গ ) যে শাস্ত্রাংশগুলিতে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের মত কোন কাজ করবার কথা বলা হয়েছে সেখানে আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ ) উপরের ক, খ এবং গ এই সবগুলিই নির্ভুল।

ঙ ) শুধুমাত্র ক ও গ নির্ভুল।

## ঈশ্বর এক ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ ঈশ্বরের একতা বা একত্ব বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলির সাথে তাদের সংজ্ঞাগুলির মিল দেখাতে পারা।

আমরা যখন বলি যে ঈশ্বর **এক** তখন আমরা তিনটি ধারণার প্রতি ইংগিত করি ; (১) ঈশ্বরের সংখ্যাগত **একত্ব** ; (২) ঈশ্বরের **অসাধারণত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব** এবং (৩) ঈশ্বরের **অবিভাজ্যতা**।

## ঈশ্বরের সংখ্যাগত একত্ব ঃ

প্রথমত ঃ আমরা যখন ঈশ্বরের একত্বের কথা বলি তখন আমরা এই ইংগিত করি যে, সংখ্যাগত ভাবে তিনি একটি মাত্র সত্তা। আর যেহেতু একজন মাত্র ঐশ্বরিক সত্তা আছেন, তাই অন্যান্য সত্তাগুলি তার মাধ্যমে, তাঁর থেকে এবং তাঁতে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। ১ করিন্থীয় ৮ ঃ ৬ পদে প্রেরিত পৌল বলেন, "তবুও আমাদের জন্য ঈশ্বর মাত্র এক জনই আছেন। তিনিই পিতা ; তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু এসেছে, আর তাঁরই জন্য আমরা বেঁচে আছি। আর প্রভুও আমাদের মাত্র একজন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। তাঁরই মধ্য দিয়ে সবকিছু এসেছে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি।" এই পদের দ্বিতীয় অংশটিকে ঈশ্বরের সংখ্যাগত একত্বের বিরোধী বলে মনে হতে পারে। **ত্রিত্ব** সম্পর্কে আলোচনায় পরে আমরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব।

১ রাজাবলী ৮ ঃ ৬০ পদে শলোমন ঈশ্বরের সংখ্যাগত একত্বের প্রতি ইংগিত করেছেন, যেখান তিনি অনুরোধ করেছেন "যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি জানিতে পারে যে, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, আর কেহ নাই।" ইস্রায়েল চার পাশে এমন জাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল যারা বহু

বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করত, ফলে ঈশ্বর যে এক ও অদ্বিতীয় এই ধারণাটিতে স্থির থাকা তাদের পক্ষে অনেক সময় কঠিন হত। নবীদেরকে প্রায়ই বিরাট ব্যক্তিগত ঝুকি নিয়ে লোকদের কাছে ঘোষণা করতে হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু একমাত্র ঈশ্বর ( দ্বিঃ বিঃ ৪ ঃ ৩৫, ৩৯ )।

আপনার সমাজ কি বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ? এই কল্পিত দেবতাগণ এবং লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে কোন কোন শিক্ষা কি আপনি জানেন ? আমি লক্ষ্য করেছি যে কোন কোন দেশের লোকেরা বহু দেবতার, কিম্বা তারা যাদের দেবতা মনে করে, তাদের পূজা করে। অনেক সময় তাদের কৃষ্টিতে প্রত্যেক জাতির জন্য এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদা দেবতার অস্তিত্ব থাকে। ফলে এগুলি বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়। কিন্তু বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে ঈশ্বর **অদ্বিতীয়**, অর্থাৎ **একমাত্র ঈশ্বর** আছেন।

## ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব

বাইবেলের অন্যান্য পদে, যেমন দ্বিঃ বিঃ ৬ ঃ ৪ পদে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব বা অসাধারণত্বের কথা বলা হয়েছে ঃ "আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু।" এখানে যে হিব্রু শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে **'একই'** সেটির আরও অনুবাদ করা যেতে পারে **'এক ও একমাত্র'**। তাই সদাপ্রভু একাই হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর, যিনি সদা-প্রভু নামে আখ্যাত হবার যোগ্য। সখরিয় ১৪ ঃ ৯ পদে এই কথাই বলা হয়েছে "সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নাম ও অদ্বিতীয় হইবে।" যাত্রা ১৫ ঃ ১১ পদে ও এই একই ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে, "হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য ? কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী ?" এর উত্তর হল কেহই নয়। তিনিই এক এবং এক মাত্র ঈশ্বর।

এই পদগুলি বাস্তবিকই এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, ঈশ্বর বহু দেবতাদের মধ্যে একজন। তিনি এই মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসন কর্তা, তিনি ভিন্ন অপর কোন দেবতা নেই। সমগ্র পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বার বার তাঁর লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই **একমাত্র ঈশ্বর**।

৬। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বর কি বলেন তা উল্লেখ করুন।

ক) আদি ১৭ ঃ ১ ; "আমি ........................................ ..."

খ) যাত্রা ২০ ঃ ২-৩ ; "আমি ................................ ..........
আমার সাক্ষাতে তোমার ..........................................

গ) যাত্রা ২০ ঃ ২২ ; "তোমরা ......................................
নির্মাণ করিও না।"

ঘ) যিশাইয় ৪৩ ঃ ১০-১১ ; ৪৪ ঃ ৬, ৮ ; ৪৫ ঃ ৫, ২১ পদ। এদের প্রতিটি শাস্ত্রাংশের বার্তা হল এই যে ..............................
......................................................................
......................................................................

আমি যখন আমার ছাত্রদেরকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটি মৌলিক সংজ্ঞা গঠন করতে বলি তখন তারা প্রায়ই এই ভাবে আরম্ভ করেন ঃ "ঈশ্বর এক অনন্তজীবী আত্মা যিঁনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।" ঈশ্বরের সংজ্ঞা দেবার জন্য তারা যে বিশেষ্যই ব্যবহার করুন না কেন, তারা এর আগে প্রায় সর্বদাই **এক** কথাটি ব্যবহার করেন। যা সমপর্যায়ের অন্য আরও আত্মা থাকতে পারেন—এরূপ ধারণা প্রদান করে। কিন্তু একজন নির্দিষ্ট ঈশ্বরকে বুঝানোর জন্য বিশেষ্যের আগে **সেই** কথাটি ব্যবহার করলে কেমন হয় দেখুন ঃ "ঈশ্বর সেই অনন্তজীবী আত্মা যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা।" সংজ্ঞাটি এই-ভাবেই হওয়া আবশ্যক, কারণ অপর কোন ব্যক্তি বা শক্তিই এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না। ঈশ্বর হচ্ছেন **একমাত্র ঈশ্বর**।

## ঈশ্বরের অবিভাজ্যতা ঃ

ঈশ্বরের একত্ব তাঁর সংখ্যাগত একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব ছাড়াও ঐশ্বরিক সত্তার **ভিতরের** একত্বের প্রতি ও ইংগিত করে। একত্বের এই দিকটিকে সাধারণতঃ **অবিভাজ্যতা** বলে অভিহিত করা হয়। **অবিভাজ্য** মানে যা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। ঈশ্বর আত্মা বলে তাঁকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। অপর পক্ষে মানুষের সত্তা একটি যৌগিক সত্তা ঃ মানুষের গঠনে যেমন বস্তু উপাদান ও ( আত্মা ) রয়েছে।

ঈশ্বরের সব কিছুই সিদ্ধ বা নিখুঁত। অন্য কথায়, ঈশ্বরের সমুদয় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর **সিদ্ধতা** বা নিখুঁত অবস্থা। ঈশ্বরের অপরাপর কতিপয় সিদ্ধতা থেকে তাঁর অন্তরের সিদ্ধতা বা অবিভাজ্যতার ধারণাটি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর বাইরের কোন কিছুর উপরে নির্ভরশীল নয়। তিনি স্বয়ম্ভর ( বা নিজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন ), অর্থাৎ অনন্ত অস্তিত্ব তাঁর স্বভাবেরই অংশ। ফলে, তাঁর স্বয়ম্ভরতা পূর্বে বিদ্যমান কোন কিছু থেকে তাঁর উৎপত্তি হওয়ার ধারণা, মানুষের মত যৌগিক সত্তার ক্ষেত্রে যেরূপ দেখা যায়, তা বাতিল করে দেয়। ঈশ্বরের **অবিভাজ্যতা** কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে। একটি হল এই যে, ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি ঐশ্বরিক সত্ব গঠন কারী ভিন্ন ভিন্ন অংশ নয়। এই বিষয়টি ঈশ্বরের সত্ব থেকে তাঁর সিদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করবার কিম্বা তাঁর মূল উপাদানের ( সত্ব ) সাথে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করবার সম্ভাবনা দূর করে দেয়। ঈশ্বরের সত্ব এবং তার সিদ্ধতা এক এবং একই জিনিষ। এইরূপে, পবিত্র শাস্ত্র ঈশ্বরকে আলো এবং জীবন, ধার্মিকতা ( নির্দোষিতা ) এবং ভালবাসা, এই উভয় হিসেবে বর্ণনা করে, আর এই পথে তাঁকে তাঁর সিদ্ধতার সঙ্গে একাত্ম বা অভিন্ন করে দেখায়। অন্য কথায়, আমরা বলি না যে ঈশ্বরের **ধার্মিকতা আছে,** কিন্তু বলি যে **ঈশ্বরই ধার্মিকতা। তিনিই সিদ্ধতা** বা নিখুঁত অবস্থা!

৭। ঈশ্বরের একত্ব বর্ণনাকারী ধারণাগুলির প্রতিটির সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেখান।

| | |
|---|---|
| ……ক) তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ছাড়া অপর কোন ঈশ্বর নেই। | ১) সংখ্যাগত একত্ব। |
| ……খ) একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, অন্যান্য সমস্ত সত্তা তাঁর মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষা করে। | ২) অদ্বিতীয়ত্ব। |
| ……গ) বহু দেবতার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে নাচক করে দেয়। | ৩) অবিভাজ্যতা। |
| ……ঘ) ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর নিজের, বাইরের কোন কিছুর উপরে নির্ভর করে না। | |
| ……ঙ) এটি হচ্ছে ঈশ্বরের ভিতরের একত্ব বর্ণনার আর একটি পথ। | |
| ……চ) মানুষ যৌগিক, অর্থাৎ সে দেহ এবং আত্মা-এই উভয়ই, আপর পক্ষে ঈশ্বর আত্মা। | |
| ……ছ) ঈশ্বর সেই অনন্তজীবী আত্মা। | |

## ঈশ্বর একের মধ্যে তিন ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ যে উক্তিগুলি ত্রিত্ব সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করে, সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

আমরা দেখেছি ঈশ্বর আত্মা, তিনি ব্যক্তি-সম্পন্ন এবং তিনি এক মাত্র ঈশ্বর। এখন আমরা তাঁর স্বভাবের চতুর্থ একটি দিক আলোচনা করব, তা হল ঈশ্বরের ত্রিত্ব। বিষয়টি আপনার কাছে হতবুদ্ধিকর বলে মনে হতে পারে। ঈশ্বর কিভাবে এক আবার একের মধ্যে তিন হতে পারেন? ত্রিত্ব কথাটি একে তিন এবং তিনে এক এই ধারণা প্রদান করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের দ্বারাই কেবল এই সত্যটি জানা সম্ভব। ত্রিত্ব সম্পর্কে নীচের প্রশ্নগুলি

অধ্যয়নের ভিত্তি হিসেবে আমরা পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যের স্মরণাপন্ন হই।

১। **ত্রিত্ব কি?** আমরা দেখেছি যে ঈশ্বরের মধ্যে একটি মাত্র সত্ত্ব বর্তমান। কিন্তু এই ঐশ্বরিক সত্তা তিন ব্যক্তি বিশিষ্ট বা ত্রিত্ব। তাঁর মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-এই তিন ব্যক্তি আছেন। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের এই পার্থক্যগুলির যথার্থ বর্ণনা দেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন। তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন নাম বা বিশেষণ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ত্রিত্বের বর্ণনা দেওয়া কত কঠিন; এই পণ্ডিতগণ তা স্বীকার করেন। আমরা আগেই **ব্যক্তি** কথাটির সংজ্ঞা দিয়েছি। একজন ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি জানেন, অনুভব করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন।

মানব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যেখানেই একজন ব্যক্তি বর্তমান সেখানেই এক স্বতন্ত্র সত্ত্ব বর্তমান। এইরূপে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক এক জন স্বতন্ত্র এবং আলাদা লোক, যিনি নিজের মধ্যে মানব স্বভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে তিন ব্যক্তি তিন জন আলাদা একক নন যারা পাশা পাশি এবং পরস্পর থেকে আলাদাভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। বরং ঐশ্বরিক সত্ত্বার মধ্যে যা বিদ্যমান, তাকে আমরা **আত্ম-স্বাতন্ত্র্য** বলতে পারি। পরের অনুচ্ছেদে এই বিশেষণটি ব্যাখ্যা করা হবে।

২। **ব্যক্তিগণ কারা?** আমরা দেখেছি যে ঐশ্বরিক সত্ত্বর মধ্যের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তি বা সত্ত্বা আছেন। এই ব্যক্তিদের প্রত্যেককে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জানা যায়। যুক্তি-বিচার ও বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের উপযুক্ত নাম, সর্বনাম, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ( এগুলি **আত্ম-স্বাতন্ত্র্য** দান করে ) এবং এগুলি অন্যদের সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্ত করে। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক সত্ত্বা প্রকাশ করেন।

এইরূপে ঈশ্বরের মধ্যে তিন ব্যক্তি আছেন ঃ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। তারা একই সত্ত্ব বিশিষ্ট, তাঁরা সকলেই সমান গৌরব, ক্ষমতা, মর্যাদা এবং অনন্ততা বিশিষ্ট, এবং তারা এক।

৮। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং সঠিক উত্তর বসিয়ে বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

ক) যোহন ৬ ঃ ২৭ পদে যীশু ঈশ্বরকে ................. বলে উল্লেখ করেছেন।

খ) ইব্রীয় ১ ঃ ৮ পদে পিতা ঈশ্বর পুত্রকে ............ ..বলেছেন।

গ) প্রেরিত ৫ ঃ ৩-৪ পদে বলা হয়েছে যে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে করা ..................এর বিরুদ্ধে পাপ করারই সমান।

ঘ) এই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ঈশ্বরের মধ্যে ............................ ........................ আছেন।

৩। **ত্রিত্বের পক্ষে কি প্রমান আছে?** ত্রিত্ব কথাটি বাইবেলের কোথাও পাওয়া না গেলেও পুরাতন নিয়ম এবং নূতন নিয়ম এই উভয় অংশেই ত্রিত্ববাদের প্রকাশ আছে। আমরা পবিত্র শাস্ত্রে প্রাপ্ত এর কয়েকটি নিদর্শণ দেখব।

পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল। হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের একটি নাম **ইলোহিম** বহু বচনের আকারে আছে। উদাহরণ স্বরূপ আদি ১ ঃ ২৬ পদে "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি।" এই পদটি এইভাবে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি, ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের যে শাস্ত্রাংশগুলিতে সদাপ্রভুর দূতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি থেকে ঈশ্বরের ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আমরা আরও স্পষ্ট ইংগিত পাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সদাপ্রভুর দূত বলতে সদাপ্রভুর বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরিত কোন সৃষ্ট সত্ত্বাকে বুঝাতে পারে আবার অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র (আদি ১৬ ঃ ৭-১৩ ; ১৮ ঃ ১-২১ ;

১৯ : ১-২৮ পদ দেখুন )। এই জন্য, এই দূতকে যিহোবা বা সদাপ্রভুর সাথে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়, অপর পক্ষে তাঁকে সদাপ্রভু থেকে আলাদা বলে দেখা হয়।

পুরাতন নিয়মে অনেক সময় একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে ( গীতসংহিতা ৪৫ : ৬-৭ পদ দেখুন ; ইব্রীয় ১ : ৮-৯ পদের সঙ্গে তুলনা করুন )। অন্য অনেক সময় যেখানে বক্তা স্পষ্টতঃই স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি তার বক্তব্যে মশীহ ( পুত্র ) এবং পবিত্র আত্মা এই উভয়ের বিষয় উল্লেখ করেছেন ( যিশাইয় ৪৮ : ১৬ ; ৬১ : ১ ; ৬৩ : ৮-১০ )।

নূতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা পুত্রকে জগতে পাঠানোর সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই ( যোহন ৩ : ১৬ ; গালাতীয় ৪ : ৪ ; ১ যোহন ৪ : ৪ ; ১ যোহন ৪ : ৯ )। তাছাড়া পিতা ও পুত্র উভয়ের দ্বারা পবিত্র অত্মাকে জগতে পাঠানোর বিষয়টিও এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে ( যোহন ১৪ : ২৬ ; ১৫ : ২৬ ; ১৬ : ৭ )। নূতন নিয়মে আমরা দেখি যে পিতা পুত্রের কাছে কথা বলেন ( মার্ক ১ : ১১ ; লূক ৩ : ২২ ) ; পুত্র পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ( মথি ১১ : ২৫-২৬, যোহন ১১ : ৪১ ; ১২ : ২৭-২৮ ) ; এবং পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের অন্তর থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন ( রোমীয় ৮ : ২৬-২৭ )। অতএব, নূতন নিয়মে ত্রিত্বের স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

কোন কোন শাস্ত্রাংশে ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিরই উল্লেখ করা হয়েছে। পুত্রের বাপ্তিস্মের সময়ে ( মথি ৩ : ১৬-১৭ ) পিতা স্বর্গ থেকে কথা বলেন এবং পবিত্র আত্মা একটি কবুতরের আকারে পুত্রের উপরে নেমে আসেন। যীশু তাঁর মহান পরোয়ানায় ( বা আদেশে ) ( মথি ২৮ : ১৯ ) তিন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন : "অতএব তোমরা সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।" ১ করিন্থীয় ১২ : ৪-৬ ; ২ করিন্থীয় ১৩ : ১৪ এবং ১ পিতর ১ : ২ পদে তিন ব্যক্তির নাম পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের এই উদাহরণগুলি থেকে আমরা ত্রিত্ববাদের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমান পেতে পারি।

৯। বাম পাশের শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলির প্রতিটি, ডান পাশের কোন্ সম্পূরকটি নির্দেশ করে তা দেখান।

| | |
|---|---|
| ..... ক) আদি ১ ঃ ২৬ পদ ইংগিত করে | ১) পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন। |
| ..... খ) যিশাইয় ৬৩ ঃ ৯-১০ পদে 'এদের' সাথে সম্পর্ক বিচারে সদাপ্রভুকে দেখান হয়েছে | ২) উদ্ধারকর্তা বা ত্রাণকর্তা হন। |
| ..... গ) যোহন ৩ ঃ ১৬ দেখায় যে ঈশ্বর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি আমাদের | ৩) মশীহ এবং পবিত্র-আত্মা। |
| | ৪) ত্রিত্বের ব্যক্তিগণ। |
| ..... ঘ) যোহন ১৪ ঃ ২৬ এবং ১৫ ঃ ২৬ পদ এই ইংগিত করে যে পিতা ও পুত্র উভয়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে বাস করবার জন্য | ৫) ব্যক্তিদের বহুত্বের প্রতি। |
| ..... ঙ) মথি ৩ ঃ ১৬-১৭ এবং ২৮ ঃ ১৯ পদে 'এঁদের' প্রকাশ ও নাম উল্লেখ করা হয়েছে | |

৪। **এই মতবাদের অসুবিধাগুলি কি?** ত্রিত্ববাদ আমাদের পক্ষে বুঝা এত কঠিন কেন? আমাদের মানব অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নাই যার সাথে আমরা ত্রিত্ববাদের **একে তিন** এবং **তিনে এক** এর তুলনা করতে পারি। আমরা জানি যে, কোন তিন জন মানব ব্যক্তিই গাঠনিকভাবে এক ব্যক্তি নন। কোন তিন জন মানব ব্যক্তিরই অন্যদের সম্পর্কে প্রত্যেকে কি করছে বা ভাবছে সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাই। প্রত্যেকে ব্যক্তি নিজেকে গোপণীয়তার বেড়াজালে ঘিরে রাখেন। ঈশ্বরের বিষয়ে যেমন বলা হয়েছে কোন মানব ব্যক্তিরই সেরূপ সুস্পষ্ট ত্রিত্ব নেই। লোকেরা তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও মানব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ত্রিত্ববাদের শিক্ষা বুঝতে পারে না।

৫। **আমরা কিভাবে এই অসুবিধাগুলির সমাধান করি?** ঐশ্বরিক সত্ত্বার সাথে এবং পরস্পরের সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তিদের

সম্পর্কের মধ্যেই ত্রিত্ববাদ ব্যাখ্যার মৌলিক সমস্যা নিহিত। এটি এমন এক সমস্যা যা মণ্ডলী দূর করতে পারে না। বিশেষণগুলির উপযুক্ত সংজ্ঞাদানের মাধ্যমে তা কেবল সমস্যাটিকে লঘু করবার চেষ্টা করতে পারে। আর মণ্ডলী পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য ব্যাখ্যার চেষ্টা না করলেও যে ভুল শিক্ষা মাণ্ডলীর জীবনকে পর্যন্ত হুমকি দিয়েছে, তাকে নিরুৎ-সাহিত করবার জন্য তা এই মতবাদের একটি বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে ত্রিত্ববাদ যতটুকু প্রকাশ করেছেন শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করবার মাধ্যমে আমরা এর সম্বন্ধে ততটুকুই জানতে পারি, যদিও বিষয়টি আমরা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হতেও পারি।

আমাদের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বে সীমাহীনকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। করিন্থীয়দের কাছে লেখা তার প্রথম চিঠিতে প্রেরিত পৌল মানুষের এই সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করেছেন ঃ

> আমরা এখন যেন আয়নায় অস্পষ্ট দেখছি, কিন্তু তখন সামনা-সামনি দেখতে পাব। আমি এখন যা জানি তা অসম্পূর্ণ, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যেমন সম্পূর্ণভাবে জানেন তখন আমি তেমনি সম্পূর্ণভাবে জানতে পারব ( ১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১২ )।

১০। পবিত্র ত্রিত্ব এবং আমাদের দ্বারা এর উপলব্ধি সম্পর্কে নীচের যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে ( ✓) টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেল দেখায় যে, ঐশ্বরিক সত্ত্বর মধ্যে তিন ব্যক্তি আছেন।

খ) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাম, সর্বনাম, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর দ্বারা যেগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

গ) পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের মধ্যে বহু ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করা হয়নি—তা কেবল মাত্র ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা বলে।

ঘ) নূতন নিয়মে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিকে পুরাতন নিয়মের চেয়ে অধিকতর পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ) নুতন নিয়মে আমরা ত্রিত্ববাদের পক্ষে পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় ভিত্তি (প্রমান) লাভ করি।

চ) ঈশ্বরের ত্রি-ব্যক্তিত্ব বুঝবার পথে আমাদের প্রধান সমস্যা হল আমাদের মানব অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নেই যার সাথে ঐশ্বরিক সত্তার সুস্পষ্ট ত্রিত্বের তুলনা করা চলে।

ছ) এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করা সম্ভব নয় জেনে এর বিষয়ে একটি মতবাদ গঠনের চেষ্টা না করাই হচ্ছে ত্রিত্ব সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান।

যত্নের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে আমরা ঈশ্বরের ত্রি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে আমরা আংশিক হলে ও আরও ভালভাবে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ বুঝতে সক্ষম হব। তাছাড়া তা আমাদেরকে ঈশ্বরের স্বভাব, এবং ভালবাসা, আরাধনা এবং উৎসর্গ চিত্ত সেবার মাধ্যমে তার কাছে আসবার যে উপায়গুলি তিনি আমাদের দিয়েছেন, সেগুলি আরও পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

## ঈশ্বর অনন্তজীবী ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ যে সত্য উক্তিগুলি খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিত্যতার তাৎপর্য বর্ণনা করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

বহু লোক তাদের পূর্বপুরুষগণ কোথা থেকে এসেছিলেন তা জানবার তাগিদ অনুভব করেন। আমি যদি বলতাম আমার কোন পূর্বপুরুষ নেই, তাহলে আপনি কি বলতেন? তা আপনি সত্য বলে মানতেন না, আর আপনার এই কাজ ন্যায় সঙ্গতই হত। সকলের মত আমার ও পূর্বপুরুষ আছেন।

আমি বলি সকলেরই পূর্বপুরুষ আছেন, কিন্তু আমি ঈশ্বরকে এর মধ্যে ধরতে পারিনা। তাঁর কোন পূর্বপুরুষ নেই। তাহলে তিনি কেমন করে অস্তিত্বে এলেন? এই প্রশ্নটির উত্তর অতি সোজা। তিনি

অস্তিত্বে আসেন নি। তিনি অনন্তকাল থেকে সব সময়ই ছিলেন। এই কারণে আমি বলতে পারি "ঈশ্বর অনন্তজীবী।

১। **অনন্ত পরকাল কি?** অজ্ঞাত ভবিষ্যতকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু আমাদের মনকে পিছনের দিকে যতদূর যায় প্রসারিত করে আমরা অতীতের কথা চিন্তা করতে পারি এবং এর ভিত্তিতে অনন্ত পরকালের কথা কল্পনার চেষ্টা করতে পারি। আদি পুস্তককে আমরা সবকিছু আরম্ভ হওয়ার বই বলে ধরে থাকি। এই পুস্তকে আমরা সৃষ্টির আরম্ভ, মানুষের আরম্ভ, এবং জাতিগণের আরম্ভ হওয়ার বিষয় অধ্যয়ন করি। কিন্তু সুদূর অতীতের এই আরম্ভ-গুলি প্রকৃত **আরম্ভ** ছিলনা।

আমরা আরও পিছনে স্বর্গ দূতগণের ঈশ্বরের অতুলনীয় স্বর্গীয় পুত্রগণের সৃষ্টির সময়ে যেতে পারি, যারা ইতিহাসের শুরু হবারও আগে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের সময় আনন্দে জয়ধ্বনি করেছিলেন ( ইয়োব ৩৮ ঃ ৪-৭ )। কিন্তু এটাও প্রকৃত আরম্ভ ছিল না। অনন্তকালকে আমরা সেই অসীম ( সীমাহীন ) সময়শূন্যতা ( বা চিরন্তনতা ) বলে কল্পনা করতে পারি, যখন সমস্ত সৃষ্টি কেবল মাত্র ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু এখানে আমাদের সীমাবদ্ধ মন অসীমতার বা সীমাহীন চিরন্তনতার ধারণা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রকৃত বিষয় হল অনন্ত কাল হচ্ছে সময় বিচারে ঈশ্বরের অসীমতা।

২। **কে অনন্ত পরকালে বাস করেন?** মানুষ ও স্বর্গ দূতগণ সৃষ্ট সত্তা। একমাত্র ঈশ্বরই অনাদি। তাই তিনিই অনন্ত পরকালের একমাত্র বাসিন্দা। মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু ঈশ্বর শুধুমাত্র বর্তমানের মধ্যেই বাস করেন। তাঁর কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই **এখন**।

দুই পথে ঈশ্বর অনন্তজীবী ১) তাঁর কোন উৎপত্তি নেই, তিনি অনাদিকাল থেকে সর্বদা আছেন ( গীতসংহিতা ৯০ ঃ ২ )। ২) তাঁর

অস্তিত্ব কখনও শেষ হবেনা ( দ্বিঃ বিঃ ৩২ ঃ ৪০ ; গীতসংহিতা ১০২ ঃ ২৭ )। অনন্তজীবী বলে ঈশ্বর সময়ের সমস্ত উত্থানপতন থেকে মুক্ত।

৩। **ঈশ্বরের নিত্যতার ধারণাটি আমরা কিভাবে উপলব্ধি করি?** শাস্ত্র ছাড়াই ধারণাটির যুক্তি থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ঈশ্বর সর্বদা ছিলেন। যে কোন লোকই জানে যে, কোন কিছুই শূন্য থেকে হয় না। শূন্যতা কোন জিনিষ উৎপন্ন করতে পারে না। তাই বিশ্ব জগতের আরম্ভে যদি কোন কিছুই না থাকত কেবল শূন্যতাই যদি থাকত, তাহলে এই মহাবিশ্ব ঐরূপ শূন্যই থেকে যেত। কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের চার পাশে এক বিরাট মহাবিশ্ব দেখতে পাই, তাই যুক্তির দ্বারা আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে, অতীতে এমন কিছু ছিল যার কোন শুরু নেই—যা সব সময়ই ছিল। এই **কোন কিছুই** হচ্ছেন ঈশ্বর।

পবিত্র শাস্ত্রের সর্বত্রই ঈশ্বরের নিত্যতা প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বরকে অনাদি অনন্ত ঈশ্বর বলা হয়েছে ( আদি ২১ ঃ ৩৩ ), গীত রচয়িতা বলেন, "অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর" ( গীতসংহিতা ৯০ ঃ ২ ); এবং "তুমি যে সেই আছ, তোমার বৎসর সকল কখনও শেষ হইবে না" ( গীতসংহিতা ১০২ ঃ ২৭ )। যিশাইয় তার ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বাক্যে ঈশ্বরকে "অনন্তকাল নিবাসী' ( যিশাইয় ৫৭ ঃ ১৫ ) বলে ঘোষণা করেছেন। আবার পৌল তীমথিয়কে বলেন যে একমাত্র ঈশ্বরই অমরত্বের উৎস্য ( ১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৬ )।

১১। **সত্য** উক্তিগুলিতে টিক্ ( ✓) চিহ্ন দিন।

ক) আমরা যাঁর উপরে নির্ভর করি তিনি বিলুপ্ত হয়ে যাবেন না এই জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনন্ততা আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করে।

খ) ঈশ্বরের উদ্দেশ্য—যা সর্বদা অটল থেকেছে, তা চির দিনই অটল থাকবে, এই জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনন্ততা কষ্টের সময়ে আমাদের উৎসাহ দান করে। আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও এই উদ্দেশ্য সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

গ) সময়ের বিচারে ঈশ্বর অসীম ( বা সীমাহীন ) এই জ্ঞানের ফলে অমারা বুঝতে পারি যে, আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সেগুলি সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

## ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ আপনার বাস্তব খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তা কি অর্থ বহন করে, তা বলতে পারা।

আমাদের সকলেরই ভুল-ত্রুটি আছে এবং আমাদের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বরের বেলায় তা নয়। তিনি সিদ্ধ বা নিখুঁত। তাঁর চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য সমূহের সম্পূরক হিসেবে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। সব দিক দিয়েই তিনি নিখুঁত।

১২। নীচের শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি পাঠ করে বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

ক) গীতসংহিতা ১০২ ঃ ২৫-২৭ পদে সদা পরিবর্তনশীল ........... সাথে অপরিবর্তনীয় ... ........ পার্থক্য করা হয়েছে।

খ) যিশাইয় ৪৬ ঃ ৯-১০, গীতসংহিতা ৩৩ ঃ ১১ এবং গীতসংহিতা ১১৯ ঃ ১৬০ পদ দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর .. ........ এবং...... ............অপরিবর্তনীয় ( বা অবিচল )।

গ) মালাখি ৩ ঃ ৬ পদ এই ইংগিত করে যে, ঈশ্বর যেহেতু অপরি-বর্তনীয়, তাই তিনি যাকোবের বংশধরগণের প্রতি দয়া করবেন যেন তারা ........... ....... না হয়।

ঘ) গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ১৭ পদ ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ............. এবং................ কথা বলে।

যে শাস্ত্রাংশগুলি ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তার কথা বলে সেগুলি আমরা যে ঈশ্বরের সেবা করি তাঁর সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি মূলনীতি শিক্ষা দান করে। থিয়েসেন তার বইয়ে এই মূলনীতিগুলি উপস্থাপন করেছেন ( ১৯ ৭৯. পৃষ্ঠা ৮৩, আর আপনি যাতে পরিষ্কারভাবে এগুলি দেখতে পান সেজন্য আমরা এগুলি নীচে উল্লেখ করেছি।

১। ঈশ্বর যেহেতু অসীম, স্বয়ম্ভর, এবং স্বাধীন, তাই তিনি পরিবর্তনের সমস্ত হেতু ও সম্ভাবনার উর্দ্ধে।

২। ঈশ্বর বাড়তে বা কমতে পারেন না, আর তাঁর আরও বিকাশ বা বৃদ্ধি ঘটতে পারে না।

৩। ঈশ্বরের ক্ষমতা বাড়তে বা কমতে পারেনা, আর তিনি অধিকতর বিজ্ঞ বা পবিত্র হতে পারেন না।

৪। ঈশ্বর সর্বদা যেমন আছেন ও থাকবেন তার চেয়ে বেশী ধার্মিক, দয়ালু এবং প্রেমিক হতে পারেন না।

৫। লোকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি পরিবর্তিত হতে পারেন না। তিনি এমন চিরস্থায়ী নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করেন দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেগুলি পরিবর্তিত হয় না।

ঈশ্বর যেহেতু অপরিবর্তনীয়, তাই তাঁর বাক্যের উপর নির্ভর করে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সঁপে দিতে পারি। আর সবকিছুতে তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন—এটুকু জেনে আমরা দৃঢ় আস্থার সঙ্গে জীবনের সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি ( রোমীয় ৮ ঃ ২৮ )।

আপনি হয়তো গণনা ২৩ ঃ ১৯ এবং ১ শমূয়েল ১৫ ঃ ২৯ পদের মত কোন কোন শাস্ত্রাংশ লক্ষ্য করে থাকবেন যেখানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর অনুশোচনা করেন না, আবার অন্য কোন কোন শাস্ত্রাংশও লক্ষ্য করবেন যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তাঁর কোন কাজের জন্য অনুশোচনা করেছেন ( ১ শমূয়েল ১৫ ঃ ১১; যোনা ৩ ঃ ৯-১০ )। ঈশ্বরের এই মনোভাব তাঁর চরিত্র বা উদ্দ্যেশ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তনের ইংগিত করে না। তিনি পাপকে **সর্বদা** ঘৃণা করেন এবং তিনি পাপীকে **সর্বদা** ভালবাসেন। তাঁর এই মনোভাব পাপীর মন পরিবর্তনের আগে যেমন, পরেও তেমনি সত্য। তবে ঈশ্বর লোকদের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আচরণের পরিবর্তন করতে পারেন।

এর উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে ইস্রায়েলের পাপের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি, তিনি ঐ জাতির পাপকে ঘৃণা করেছেন। তাঁর প্রজারা যেহেতু পাপে লিপ্ত থেকেছে তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাদেরকে পাপের শাস্তিও পেতে হয়েছে। কিন্তু তারা মন পরিবর্তন করে পাপ থেকে ফিরলে পরে তাদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণেরও পরিবর্তন হয়েছিল।

কেউ বলেছেন যে সূর্য যখন মোম গলিয়ে ফেলে এবং কাদা মাটিকে শুকিয়ে শক্ত করে তখন তা কোন পক্ষপাতিত্ব বা পরিবর্তন শীলতা দেখায় না, কারণ পরিবর্তন সূর্যের নয় কিন্তু উক্ত বস্তুগুলির। আমরা ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর উদ্দেশ্য ও তাঁর স্বভাবের অপরিবর্তনীয়তার উপরে নির্ভর করতে পারি। সূর্য্য যেমন মোম গলিয়ে ফেলে এবং কাদামাটিকে শক্ত করে, তেমনি যাদের হৃদয় নরম হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুকূল সাড়া দান করে, ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তা সর্বদা তাদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করে। অপর পক্ষে যারা তাঁর প্রতি অনুকূল সাড়া দেয় না তারা শক্ত হয় ও শেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৩। এই অংশে আলোচিত ঈশ্বরের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি পুনর্বীক্ষণের জন্য ডান পাশে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে তাদের বর্ণনাগুলির ( বাম পাশে ) মিল দেখান।

| | |
|---|---|
| ...ক) তিনি একই উপাদানও সত্ত্ব বিশিষ্ট। | ১। ব্যক্তিত্ব |
| .. খ) তিনি চিরন্তন, অনাদি-অনন্ত। | ২। তিনি আত্মা |
| .. গ) তিনি আকার বস্তু উপাদানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। | ৩। একতা<br>৪। ত্রিত্ব |
| .. ঘ) তিনি বহু-ব্যক্তি বিশিষ্ট। | ৫। অনন্ততা |
| ...ঙ) তিনি তাঁর বাক্যে, উদ্দেশ্যে এবং চরিত্রে অপরিবর্তনীয়। | ৬। অপরিবর্তনীয়তা |
| ...চ) তিনি চিন্তা করতে, অনুভব করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। | |

## ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ ঈশ্বরের চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের প্রতিটির সংজ্ঞার মিল দেখাতে পারা।

ঈশ্বরের বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আমরা **ধর্মতত্ত্ববিদ্** বলে থাকি। আপনাকেও আমাকে ধর্মতত্ত্ববিদ্ বলে গণ্য করা না হতেও পারে, কিন্তু আমরা যেন তাঁকে ভালভাবে বুঝতে এবং তাঁকে আরও বেশী ভালবাসতে পারি সেজন্য ঈশ্বরের বিষয়ে মতবাদ বা শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের অধিকার আমাদের আছে। তাঁকে এই ভাল করে জানবার প্রচেষ্টায় আমাদের শুধুমাত্র তাঁর স্বভাবই নয়, অধিকন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ধর্ম-তত্ত্ববিদ্গণের কাছে ঈশ্বরের **বৈশিষ্ট্য** বলতে তাঁর সেই সবগুণাবলী বুঝায়, যেগুলি তাঁর সঙ্গে যুক্ত বা যেগুলি তাঁর বর্ণনা দান করে। ঈশ্বর কেন এক বিশেষ পথে কাজ করেন এই বৈশিষ্ট্যগুলি তা ব্যাখ্যা করে এবং এর ফলে তাঁর কাছ থেকে কি আশা করা উচিৎ আমরা তা জানতে পারি। **সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র-বিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা** এবং **প্রজ্ঞা** এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। আমরা প্রথমে ঈশ্বরের **সর্বশক্তিমত্তা** সম্পর্কে আলোচনা করব।

## ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ঃ

অব্রাহামের স্ত্রী, সারা তার জীবনে অনেক ভ্রমণ করেছেন। তিনি তার স্বামীর জন্য ও তার জন্য সদাপ্রভুকে অনেক আশ্চর্য কাজ করতে দেখেছেন। কণে হিসেবে তিনি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারতেন, কিন্তু এখন এই বয়স্কা মহিলা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, তার চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। তিনি যখন শুনলেন আগন্তুক তার স্বামীকে বলছেন তিনি শীঘ্রই অন্তঃসত্ত্বা হবেন তখন তিনি হাসলেন। অসম্ভব! হাসবার জন্য কি আপনি সারাকে দোষ দেন? কিন্তু সেই স্বর্গীয় আগন্তুক প্রশ্ন করেছিলেন, "কোন কর্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য?" (আদি ১৮ ঃ ১-১৫)।

এখানে সদাপ্রভু অব্রাহাম ও সারাকে কোন্ ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন? তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বিষয় অর্থাৎ এই যে, তিনি সর্বশক্তিমান বা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে কোন কিছু করতে পারেন। পবিত্র শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচারে ঈশ্বরের এই চরম ক্ষমতা আমাদের দেখান হয়েছে ঃ

১। সৃষ্টি কাজ ( আদি ১ ঃ ১ )।
২। তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সবকিছু ধারণ (ইব্রীয় ১ ঃ ৩)।
৩। লোকদের উদ্ধার সাধন ( লূক ১ ঃ ৩৫, ৩৭ )।
৪। আশ্চর্য কাজ ( লূক ৯ ঃ ৪৩ )।
৫। পাপীদের পরিত্রাণ (১ করিন্থীয় ২ ঃ ৫; ২ করিন্থীয় ৪ ঃ ৭)।
৬। তাঁর রাজ্যের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করণ (১ পিতর ১ ঃ ৫)।

কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈশ্বর অযৌক্তিক ( হাস্যকর বা যুক্তিহীন ) কাজ করতে পারেন না যেমন শুক্না জল প্রস্তুত করা। কিম্বা তিনি তাঁর নিজ স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন কাজও করেন না।

ঈশ্বরের স্বভাবের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সত্য হোল তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ক্ষমতার কাজকে সীমাবদ্ধ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর ও শয়তানের মধ্যে কোন একজনকে অনুসরণ করবার স্বাধীনতা দেন। ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকেই নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে উদ্ধারের জন্য জোর খাটান না। ঈশ্বর নিজেকে সীমাবদ্ধ করার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেন।

যিরমিয় ৩২ ঃ ১৭ পদে সদাপ্রভুর কাছে ঘোষণা করেছেন, "তুমিই আপন মহা পরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" পরে সদাপ্রভু যিরমিয়কে জিজ্ঞাসা করেছেন, "আমার অসাধ্য কি কিছুই আছে?" ( ২৭ পদ )। আমরা যখন আমাদের ঈশ্বরের মহা শক্তিমত্তা উপলব্ধি করি তখন আমরা কোন অবস্থাতেই তাঁর সাহায্য চাইতে কখনও দ্বিধা বোধ করব না।

১৪। যাত্রা ৩ ঃ ১১-১২ পদ পাঠ করুন। ঈশ্বর মোশিকে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য কোন চারটি কথা বলেছেন? ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

## ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা ঃ

একটা ছোট ছেলে একবার বলেছিলেন যে, সে কোন একটা মন্দ কাজ করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর যাতে স্বর্গ থেকে চেয়ে তাকে দেখতে না পান সেজন্য কোন ছাদের নীচে গিয়ে কাজটা করা ভাল। এই শিশুটি কোন্ ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের বিষয় বুঝতে পারেনি। এই সত্যটি সে বুঝতে পারেনি যে ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান—তিনি সব সময় সব জায়গায় আছেন। গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ৭-১০ পদে গীত রচয়িতা এর বিষয় বলেছেন ঃ

> আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পালাইব? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি, সেখানে তুমি, যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তুমি। যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি, যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি, সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে।

ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতার মানে এই নয় যে, সকলের সাথে ঈশ্বরের একইরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর সেবা করে তাদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন, তাদের আশীর্বাদ করবেন ও উৎসাহ দান করবেন, কিন্তু যারা তাঁর বিরোধিতা করে তিনি তাদের তিরস্কার করবেন ও শাস্তি দেবেন। তাদের কাছে তিনি ঝড়ের মত আসেন, কিন্তু তাঁর যে দুইজন সন্তান সরল অন্তরে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে তাদের কাছে তিনি সেরূপ নন (নহূম ১ ঃ ৩; মথি ১৮ ঃ ২০)।

ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, এই জ্ঞান দুঃখ-কষ্টর সময় আমাদের সাহস দান করে, কারণ আমরা জানি যে, আমাদের শক্তি ও পথনির্দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর আছেন। তাছাড়া তা আমাদের জীবন যাপনে ও অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ আমরা ভাল-মন্দ যা-ই করি না কেন সবই ঈশ্বর দেখেন। ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন বলে সব জায়গায় এবং সব সময় সন্তোষ-জনক পথে তাঁর সেবা করবার দায়িত্ব আমাদেরই।

তাছাড়া আমাদের আরও মনে রাখা উচিৎ যে, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির পরিমাপ হিসেবে আমরা আমাদের অনুভূতিকে ব্যবহার করতে পারি না। আমরা যেমন অনুভব করি না কেন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। মনে করুন রাতের অন্ধকারে একটা ছোট মেয়ে কাঁদছে আর তার মা তাকে আশ্বস্ত করে বলছেন যে তিনি তার সঙ্গে আছেন। মেয়েটি ভাবতে পারে যে, তার মাকে চোখে দেখবার দ্বারাই সে নিশ্চিত হতে পারে যে মা সেখানে আছেন। কিন্তু অন্ধকারের জন্য সে তার মাকে দেখতে পায় বা না-ই পায়, তাতে তার মায়ের উপস্থিতির কোনই পরিবর্তন হবে না। আমাদের বেলায়ও সেইরূপ। আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি **অনুভব** করতে পারি বা না-ই পারি বাইবেল আমাদের বলে যে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। ঐটুকু জানাই আমাদের পক্ষে সর্বদা প্রশংসার ও সাহসের মনোভাব বজায় রাখবার জন্য পর্যাপ্ত।

১৫। ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা আমাদের জীবন-যাপনকে প্রভাবিত করবে কেন, আপনার নোট খাতায় তার দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।

## ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ঃ

ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা থেকে তাঁর সর্বজ্ঞতা একটি পদক্ষেপ মাত্র। তিনি সর্বজ্ঞ মানে তিনি সব কিছুই জানেন। মানুষ বিভিন্ন তথ্যাবলী জানবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। জ্ঞানার্জনের জন্য অধ্যয়ন করবার দ্বারা আমরা বিভিন্ন তথ্য আহরণ করি, কিন্তু

অনেক সময় আমরা আমরা যত বেশী জ্ঞানার্জন করি ততই বেশী করে বুঝতে পারি আমরা কত কম জানি।

ঈশ্বরের কিন্তু এইরূপ সমস্যা নেই। তিনি সবকিছুই জানেন। এই মহা বিশ্বের শাসন কর্তা অসীম জ্ঞানের অধিকারী। এই বিষয়টি পূর্ণরূপে বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হলেও ঈশ্বরের সিদ্ধতায় বিশ্বাসের জন্য তা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। যুক্তি সংগত ভাবে, যা কিছু প্রকৃত এবং যা কিছু সম্ভব তিনি অবশ্যই তার সবই জানবেন। অন্যথায়, তিনি আগে যেসব বিষয় জানতেন না সেগুলির বিষয়ে অনবরত অবগত হবেন এবং তাঁকে তাঁর পরিকল্পনাও উদ্দেশ্যকে তদনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

ঈশ্বর সব কিছুই জানেন বলে, ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে সময়ের অনেক আগেই তিনি তা বলতে পারেন। আর এইরূপে, পবিত্র শাস্ত্রে আমরা অনেক ঘটনার পূর্বাভাস দেখতে পাই। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, আমাদের কি ঘটবে অনন্ত ঈশ্বর তা স্থির করেন। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই তিনি জানেন আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব। তিনি যেহেতু আগে থেকে সব দেখতে পান, তাই তিনি **ভবিষ্যদ্বাণী করতে,** অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা তিনি **পূর্ব-নিরূপণ** করে রেখেছেন।

ঈশ্বর সব কিছুই জানেন, কঠিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এই সত্যটি আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তুলবে, যেহেতু আমাদের সমস্যা-গুলি সম্বন্ধে তিনি আমাদের চেয়েও বেশী জানেন। তিনি সমস্যাগুলির কারণ এবং আমরা যে সমস্ত সমাধান গ্রহণ করতে পারি সেগুলির ফল কি হবে তাও তিনি জানেন। আমাদের সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর পরিচালনা বা পথ-নির্দেশ চাওয়ার দ্বারা এই সত্যটি থেকে আমরা মহা নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি।

১৬। গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ১-১৯ পদ পড়ুন তারপর এই উক্তিগুলি পূর্ণ করুন।

ক) ..................পদগুলি ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার কথা বলে।

খ) ......... ....... পদগুলি ঈশ্বরের সব শক্তিমত্তার কথা বলে।

গ) ................. পদগুলি ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতার কথা বলে।

১৭। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে নীচের কোন্ উক্তিগুলি **সত্য ?**

ক) আমি কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব ঈশ্বর যেহেতু তা জানেন, তাই আমার সমস্ত সিদ্ধান্তই প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সিদ্ধান্ত।

খ) ঈশ্বর সব কিছুই জানেন, এই জ্ঞান আমাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাঁর সাহায্য নিতে চালিত করবে।

গ) ভবিষ্যদ্বাণী করা মানে পূর্ব নিরূপণ করা।

ঘ) ঈশ্বর সর্বজ্ঞ না হলে তিনি সিদ্ধ বা নিখুঁত হতেন না।

ঙ) সর্বজ্ঞতা মানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সহ যা কিছু জানবার আছে সব কিছুর বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান।

## ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ঃ

বহু বিজ্ঞানী অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এই জগতের সমুদয় জ্ঞান সমাজের সমস্যাবলী সমাধান করেনি যাতে সকলে শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করতে পারে। তাদের জ্ঞানকে তাদের সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করবার মত প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা লোকদের নেই।

প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান এক জিনিষ নয়। তা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করবার জন্য জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করে, তারপরে তা অর্জনের জন্য সবচেয়ে ভাল পথটি ব্যবহার করে। ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ, তাই সব কিছুই তিনি সুন্দর ভাবে করেন। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায় আমাদের তাঁর বাক্য অর্থাৎ বাইবেল দিয়েছেন যেন তা থেকে আমরা আমাদের সমস্ত কাজে পথ নির্দেশ লাভ করতে পারি। তাঁর বাক্যের নির্দেশাবলী অনুসারে জীবন-যাপন করলে আমরা তাঁর প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হব ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করব।

অনেক সময় আমাদের জীবনে কোন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটতে দেওয়ার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখতে ব্যর্থ হই। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদের নিজেদের পছন্দমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেন, আর আমাদের মনোনয়নগুলি যদি তাঁর ইচ্ছানুরূপ না হয়, তাহলে আমরা নিজেদের উপরে সমস্যার বোঝা ডেকে আনতে পারি। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, আমরা এক পাপপূর্ণ জগতে বাস করি, আর ন-খ্রীষ্টিয়ানদের মত খ্রীষ্টিয়ান-দেরও অনেক সময় এই পাপ-দুষ্ট জগতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিম্বা অন্য লোকদের অসৎ কর্মের শিকার হতে হয়। সব কিছু এই পথে ঘটেছে কেন, তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেবার জন্য ঈশ্বর আমাদের কাছে আসতে বাধ্য নন। তিনি এমন সব কারণে বিভিন্ন ঘটনা ঘটাতে পারেন যেগুলির বিষয়ে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু ১ যোহন ৪ : ৮ পদ যেমন বলে, "পরিপূর্ণ ভালবাসা সমস্ত ভয়কে দূর করে দেয়," ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় সব কিছুই আমাদের মঙ্গলের এবং তাঁর গৌরবের জন্য সম্পন্ন করবেন, এটা জেনে আমরা সব রকম পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপরে পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারি ( রোমীয় ৮ : ২৮ )।

গীতসংহিতা ১০৪ : ২৪-৩০ এবং যিরমিয় ১০ : ১২ পদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখতে পাই। প্রকৃতি জগতের জটিল নক্‌শা অংকনের জন্য অতি কুশলী পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল। একটা পাখীর পালক পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। এর প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ হয় উড়বার কাজে, নয় তো প্রাকৃতিক শক্তির হাত থেকে পাখীটিকে রক্ষার কাজে কোন বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য পরিকল্পিত। পাখীর কংকাল পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি দেখতে পাই যে বড় বড় হাড়গুলি ভিতরে ফাঁপা এবং বায়ুপূর্ণ যা ছোট প্রাণীটিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। পাখীর বংশধরগণও একই গঠন বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। এটি হোল আমাদের ঈশ্বরের মহা-প্রজ্ঞার একটি ছোট উদাহরণ।

ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনে তাঁর প্রজ্ঞা আমাদেরও দিয়ে থাকেন এটা ভাবতে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বোধ হয়। আপনি আজ আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে, কিম্বা আগামী মাসে কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হন তাতে কিছুই এসে যায় না। যাকোব ১ঃ ৫ পদ আমাদের সন্দেহ না করে ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা চাইতে বলে, কারণ তিনি বিরক্ত না হয়ে উদার ভাবে লোকদের তা দান করেন।

১৮। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের আলোচনার উপরে ভিত্তি করে নীচের যে উদাহরণ গুলিকে আপনি তাঁর প্রজ্ঞার উত্তম দৃষ্টান্ত মনে করেন সেগুলি মনোনীত করুন।

ক) আমি যদি অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হই এবং ঐগুলি মেটানোর জন্য কিভাবে পরিকল্পনা করা উচিৎ তা না জানি, তাহলে পথ নির্দেশের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি এবং জানতে পারি যে, তিনি আমাকে সমস্যাটির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা দিতে পারেন।

খ) একজন খ্রীষ্টিয়ান তরুণী, যিনি খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ও তাঁর ভালবাসার এক উদাহরণ, তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে দুর্ঘটনায় মারা যান। তার মৃত্যু ঐ এলাকার অনেককে প্রভুর চরণে আনয়ন করে। ফলে আমরা জানতে পারি যে প্রভু তাঁর প্রজ্ঞানুসারে এক বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এই মৃত্যু পরিকল্পনা করেছিলেন।

গ) ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল আমার কাছে এমন এক পথ প্রদর্শক যা আমাকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে উত্তম ও ফলবান জীবন-যাপন করতে হবে।

ঘ) ঈশ্বর মণ্ডলীর নেতাদের প্রজ্ঞা দান করেন যেন তারা তাঁর ইচ্ছানুসারে মণ্ডলীর আত্মিক বিষয়গুলি সম্পাদন করতে পারেন।

ঙ) মানব দেহের গঠন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রকাশ করে।

চ) ঈশ্বরের প্রজ্ঞার ফলে খ্রীষ্টিয়ানেরা বিচারে ভুল করেন না।

১৯। এই অংশের পুনরীক্ষণ করবার জন্য ঈশ্বরের চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের প্রতিটি সংজ্ঞার মিল দেখান।

| | |
|---|---|
| ...ক) ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। | ১। সর্বশক্তিমত্তা। |
| ...খ) তাঁর সৃষ্টির জন্য এবং সমগ্র জগতের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম পথে, সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যে পথে কাজ করেন। | ২। সর্বজ্ঞতা। |
| ...গ) ঈশ্বর সব কিছু জানেন। | ৩। সর্বত্র বিদ্যমানতা। |
| ...ঘ) ঈশ্বর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। | ৪। প্রজ্ঞা। |

এই পাঠে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য-গুলি আলোচনা করেছি। আগামী পাঠে আমরা ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ও তাঁর বিভিন্ন ক্ষমতার কাজগুলি আলোচনা করব। তা আমাদেরকে পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বিষয় অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। আপনি আমাদের ঐশ্বরিক স্রষ্টাকে ও তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক যত ভালভাবে বুঝতে পারবেন, তত ভালভাবে আপনি তাঁর সেবা করতে এবং তাঁর মহান ভালবাসার বিষয়ে অন্যদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

## পরীক্ষা

**বাছাই**। নীচের প্রতিটি উক্তির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।

১। খ্রীষ্টিয়ানেরা কোন স্থান, আকার আকৃতি, বা অন্য কোন সীমিত বস্তুর উপাসনা করেন না, কারণ ঈশ্বর—

ক) আত্মা।
খ) একটি একতা।
গ) সর্বশক্তিমান।
ঘ) অনন্তজীবী।

২। আমি যদি সত্য সত্যই বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এবং সর্বত্র বিদ্যমান, তাহলে আমি—

ক) তাঁর সন্তোষজনক পথে জীবন যাপন করব এবং আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাঁর উপরে নির্ভর করব।

খ) এটাও বুঝব যে, আমার সমস্ত মনোনয়নগুলি আসলে আমার জন্য তাঁরই মনোনয়ন, আর কোন ভাবে আমার জীবনে পরিবর্তন আনবার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না।

গ) আমার নিজের খুশীমত আমার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনগুলি সমাধান করব, কারণ কেবল মাত্র জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলির জন্যই ঈশ্বরকে ডাকা উচিত।

৩। ঈশ্বর তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলির ফলে তিনি যে কেবল মাত্র আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন তা নয়, অধিকন্তু তিনি—

ক) অনেক দূরে বলে সেগুলি সমাধান করতে পারেন না।

খ) এ-ও বুঝতে পারেন যে, আমরা যেহেতু তাঁর মত একই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই, তাই তিনি এক অর্থপূর্ণ পথে আমাদের সাথে প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম নন।

গ) আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করতেও সক্ষম।

৪। আমরা যখন নিঃসন্দেহ হই যে, ঈশ্বর সব কিছুতে আমাদের মঙ্গল ও তাঁর গৌরবের উদ্দেশে কাজ করেন তখন আমরা স্বীকার করি তাঁর—

ক) ব্যক্তিত্ব।
গ) প্রজ্ঞা।
খ) অসীমতা।
ঘ) সর্বজ্ঞতা।

**সত্য-মিথ্যা।** সত্য উক্তিগুলির পাশে 'স' এবং মিথ্যা উক্তিগুলির পাশে 'মি' লিখুন।

……৫। ঈশ্বরের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি দেখায় যে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি এবং তিনি আমাদের মানব প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে চিন্তা করেন সেটি হোল একতা।

……৬। খ্রীষ্ট ধর্ম বহু দেবতার আরাধনা থেকে ভিন্ন, কারণ ঈশ্বর আত্মা।

……৭। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তি আছেন। এই গুণটিকে আমরা বলি ঈশ্বরের ত্রিত্ব।

……৮। ঈশ্বরের যে গুণগুলি তাঁর অনাদি-অনন্ত অস্তিত্ব এবং তাঁর অপরিবর্তনীয়তা বর্ণনা করে সেগুলি হোল তাঁর অনন্ততা ও অপরিবর্তনীয়তা।

……৯। যে ব্যক্তি তার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দেখতে পান না, তিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন নন।

……১০। ঈশ্বরের ত্রিত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক মতবাদগত নিদর্শণ পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়।

## শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১১। ক) সত্য। খ) সত্য। গ) মিথ্যা।

১। আপনার উত্তর।

১২। ক) জগতের ; ঈশ্বরের।
খ) উদ্দেশ্য ; কথায় ( বা বাক্যে )।
গ) ধ্বংস।
ঘ) ভালবাসা ; ধার্মিকতার।

২। আপনার উত্তর। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমরা অন্য লোকদের সাথে কথা বলবার, তাদের কথা শোনবার এবং তাদের বিষয়ে অধ্যয়ন করবার দ্বারা তাদের জানতে পারি। ঈশ্বরকে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই এই কাজগুলির জন্য সময় দিতে হবে।

১৩। ক) ১-৬ পদ।
খ) ১৩-১৯ পদ।
গ) ৭-১২ পদ।

৩। খ) চিন্তা করবার, অনুভব করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা।

১৪। "আমি তোমার সহবর্তী হইব।"

৪। খ) ঈশ্বর নির্দোষ লোকদের প্রয়োজনগুলি জানেন………। এই বিষয়টি আলংকারিক পথে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩। ক ৩ ) একতা। ঘ ৪ ) ত্রিত্ব।
খ ৫ ) অনন্ততা। ঙ ৬ ) অপরিবর্তনীয়তা।
গ ২ ) তিনি আত্মা। চ ১ ) ব্যক্তিত্ব।

৫। ঘ ) উপরের ক. খ এবং গ এই সবগুলিই নির্ভুল।

১৫। আমরা জানি যে আমাদের দুঃখ-কষ্টের সময়ে শক্তি ও উৎসাহ দেবার জন্য ঈশ্বর সর্বদা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমরা জানি যে তিনি আমাদের ভাল-মন্দ সব কাজ দেখেন, এবং আমাদের একটি দায়িত্ব হোল সব সময়ে তাঁর সেবা করা।

৬। ক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
খ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ; অন্য দেবতা না থাকুক।
গ আমার প্রতিযোগী কোন দেবতা।
ঘ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই।

৭। অবশ্য এদের সবগুলি ধারণাই সম্পর্কিত, যেহেতু তারা ঈশ্বরের একত্ব বা একতা বর্ণনা করে। আমরা নিম্নলিখিত পথে এদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি।
ক ২ ) অদ্বিতীয়ত্ব। ঙ ৩ ) অবিভাজ্যতা।
খ ১ ) সংখ্যাগত একত্ব। চ ৩ ) অবিভাজ্যতা।
গ ২ ) অদ্বিতীয়ত্ব। ছ ১ ) অথবা ২ ) সংখ্যাগত একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব।
ঘ ৩ ) অবিভাজ্যতা।

১৭। ক মিথ্যা। গ মিথ্যা। ঙ সত্য।
খ সত্য। ঘ সত্য।

৮। ক পিতা ঈশ্বর।
খ ঈশ্বর।
গ ঈশ্বর।
ঘ তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ( পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা )।

১৮। ক ), গ ), ঘ ) এবং ঙ ) এর উত্তরগুলি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার উত্তম উদাহরণ। খ ) এর উত্তরটি উত্তম উদাহরণ নয়, কারণ মেয়েটির দুর্ঘটনা মানুষের ভুল প্রসূত, তা ঈশ্বরের নির্দেশ বা পরিচালনা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ঈশ্বর ঘটনাটিকে লোকদের তাঁর নিজের কাছে আনবার উদ্দেশে ব্যবহার করবার দ্বারা মঙ্গলার্থে কাজ করছেন এবং এর মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা দেখা যায়। চ ) এর উত্তরটি উত্তম উদাহরণ নয়, কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞানুসারে আমাদের নিজ নিজ মনোনয়ন করতে দেন। কিন্তু মনোনয়নের ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা চাইতে পারি।

৯। ক ৫ ) ব্যক্তিদের বহুত্বের প্রতি।
খ ৩ ) মশীহ এবং পবিত্র আত্মা।
গ ২ ) উদ্ধারকর্তা বা ত্রাণকর্তা হন।
ঘ ১ ) পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন।
ঙ ৪ ) ত্রিত্বের ব্যক্তিগণ।

১৯। ক ৩) সর্বত্র বিদ্যমানতা।
খ ৪ ) প্রজ্ঞা।
গ ২ ) সর্বজ্ঞতা।
ঘ ১ ) সর্বশক্তিমত্তা।

১০। ক ), খ ), গ ), ঘ ), ঙ ), এবং চ ) সত্য।